বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-৩)- ৯৬৬২- জে, তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কর্মরত "বেঞ্চ সহকারী" জনাব মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা-তার স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে আর্থিকভাবে ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: জেলা জজের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা-এর স্মারক নং-৪৫৫ জি তারিখ-০৭.১০.২০২৫ খ্রি ,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে "বেঞ্চ সহকারী" পদে কর্মরত আছেন। তার স্বামী মৃত আবু সাঈদ, পিতাঃ মৃত মনির উদ্দীন, গ্রামঃ ছোট পুটিমারী, থানাঃ আলমডাঙ্গা, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা গত ২৮.০৭.২০২৫ খ্রি. তারিখে চুয়াডাঙ্গা হতে মোটর সাইকেল যোগে ছোটপুটিমারী নিজ প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময় বোয়ালমারী গ্রাম সংলগ্ন ইঠভাটার সন্নিকটে বিপরীত দিক হতে দ্রুতগামী একটি মোটর সাইকেল এসে ধাক্কা দিলে তার স্বামী ঘটনা স্থলে রাস্তার উপর পড়ে ডান পায়ে আঘাত লেগে মারাত্মকভাবে আহত হলে স্থানীয় পথ চলতি লোকজন তার স্বামীকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসকগণ উন্নত চিকিৎসার জন্য ঐ দিনই তার স্বামীকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় তার স্বামীর অক্সিজেনের লেভেল স্বাভাবিকের অনেক নিচে নেমে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ ৩০.০৭.২০২৫ খ্রি. তারিখে তার স্বামীকে আই,সি ইউ বিভাগে রেফার্ড করেন। পরবর্তীতে তার স্বামীর ডায়াবেটিক্স ও কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয় এবং একই সাথে অবস্থা মারাত্মকভাবে অবনতি হওয়ার পঙ্গু হাসপাতালে কিডনী ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা না থাকায় তার স্বামীর উন্নত চিকিৎসার জন্য ০৯.০৮.২০২৫ খ্রি. তারিখে ঢাকা পপুলার মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিমিটেড ধানমন্ডিতে ভর্তি করা হয়। পপুলার হাসপাতাল লিমিটেড, ধানমন্ডি ঢাকাতে আই,সি, ইউ তে মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানার স্বামী চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় স্বামীর ডান পায়ের ক্ষতস্থানে পচন ধরলে চিকিৎসকগণ তার ডান পায়ে পরপর দুবার অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে হাটুর উপর থেকে কেটে ফেলেন এবং একই সাথে কিডনী ডায়ালাইসিস চিকিৎসা অব্যাহত থাকে। পপুলার হাসপাতালে মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানার স্বামীর চিকিৎসা বাবদ প্রায় ১০,২২,৬০০/- (দশ লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত) টাকা খরচ হয়। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে চিকিৎসার টাকা যোগাড় করেন। পপুলার হাসাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাকে ১৭.০৮.২০২৫ খ্রি. তারিখে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আই,সি, ইউতে ভর্তি করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্বামী সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় গত ১০.০৯.২০২৫ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় ২,৯২,১৩১/- (দুই লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত একত্রিশ) টাকা খরচ হয়েছে।তার স্বামীর ছোট একটা মেডিসিনের দোকান আছে। এছাড়া তার স্বামীর কোনো সম্পত্তি নেই। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ০২টি ছেলে সন্তান আছে। বড় ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ছোট ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছে। তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ও সংসার চালানোর দায়িত্ব তার উপরে বর্তায়। তার স্বামীর চিকিৎসা করতে যেয়ে বর্তমানে তিনি প্রায় ১৫,০০,০০০/-(পনের লক্ষ) টাকার অধিক ঋনগ্রস্ত হয়েছেন। তার স্বামীর বা নিজের এমন কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই যা বিক্রি করে তিনি উক্ত ঋণ পরিশোধ করবেন। ইতোমধ্যে ঋনদাতাগণ ঋন পরিশোধের তাগিত দিচ্ছেন। এছাড়া তিনি চাকুরী করা অবস্থায় গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যাংক হতে গৃহ নির্মাণ ঋন গ্রহণ করেন যার কিস্তি প্রতিমাসে তার বেতন থেকে কেটে নেওয়ার পর যে টাকা তিনি বেতন পান তা দিয়ে সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় বহন করে তার সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে বিধায় সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

০২। এমতাবস্থায়, চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কর্মরত "বেঞ্চ সহকারী" জনাব মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা-তার **স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে আর্থিকভাবে ঋণগ্রস্ত হওয়ায়** আর্থিক সাহায্যের আবেদনটি বাংলাদেশের প্রতিটি অধস্তন আদালতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা-কে এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) ফর্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আসিফ ইকবাল)
রেজিস্ট্রার (বিচার)(ভার:)
ফোন: ০২২২৩৩৫৮৭৮০
ই-মেইল: registrar.judicial@supremecourt.gov.bd

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:
মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা
সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩১১২০০১০০০১৩৩
রাউটিং নং-২০০১৮০০৮৩
সোনালী ব্যাংক পিএলসি,কোর্ট বিল্ডিং শাখা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাইল নং-০১৭৪৫-৫৯৫৫৫১ (বিকাশ পার্সোনাল)

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭ (অংশ-৩)- ৯৬৬২ জে, তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,--(সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, --(সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------------------------------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------------------------(সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ------------ (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ------------------------ --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, --------------------- ---------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,-- (সকল)।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, -- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত -----------------------------------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,.................. (সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,--(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,--(সকল)।
৩৯। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল..................(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪২। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৩। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৪। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৫। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৬। অফিস কপি।

২৭.১০.২০

(এস.এম. সাদাকাত মাহমুদ)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোন: ০২৫৫১১০৪৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা জজের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

তারিখ ঃ ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং- ৫৫৫ (জি)

প্রেরক ঃ মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর
ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ
চুয়াডাঙ্গা।

প্রাপক ঃ মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

বিষয় ঃ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত বেঞ্চ সহকারী জনাব মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা এর স্বামী মোঃ আবু সাঈদ এর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে আর্থিক ভাবে ঋণ গ্রস্থ হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী আদালতসমূহ হইতে আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত বেঞ্চ সহকারী জনাব মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা এর স্বামী মোঃ আবু সাঈদ এর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে আর্থিক ভাবে ঋণ গ্রস্থ হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী আদালতসমূহ হইতে আর্থিক সহায়তার আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

(মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর)
ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ
চুয়াডাঙ্গা।
সার্ভিস আইডি-২০০৮২০৩০১৭।

সংযুক্তঃ

১. আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজাদি-০১ সেট।

জ্ঞাতার্থেঃ

১. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
চুয়াডাঙ্গা।

Forwarding

বরাবর,
মাননীয় রেজিষ্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ঢাকা।
মাধ্যমঃ- মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ, চুয়াডাঙ্গা।
মাধ্যমঃ-বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুয়াডাঙ্গা।
বিষয় ঃ আমার স্বামীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে আর্থিক ভাবে ঋন গ্রস্থ হওয়ায় আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চুয়াডাঙ্গাতে বেঞ্চ সহকারী পদে কর্মরত আছি। আমার স্বামী মৃতঃ আবু সাঈদ, পিতাঃ মৃত মনির উদ্দীন, গ্রামঃ ছোট পুটিমারী, থানাঃ আলমডাঙ্গা, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা গত ২৮/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখে চুয়াডাঙ্গা হতে মোটর সাইকেল যোগে ছোটপুটিমারী নিজ প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময় বোয়ালমারী গ্রাম সংলগ্ন ইটভাটার সন্নিকটে বিপরীত দিক হতে দ্রুতগামী একটি মোটর সাইকেল এসে ধাক্কা দিলে আমার স্বামী ঘটনা স্থলে রাস্তার উপর পড়ে ডান পায়ে আঘাত লেগে মারাত্নক ভাবে আহত হলে স্থানীয় পথ চলতি লোকজন আমার স্বামীকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসকগণ উন্নত চিকিৎসার জন্য ঐ দিনই আমার স্বামীকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করে। পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় আমার স্বামীর অক্সিজেনের লেভেল স্বাভাবিকের অনেক নিচে নেমে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ ৩০/০৭/২০২৫ খ্রি. তারিখে আমার স্বামীকে আই, সি, ইউ বিভাগে রেফার্ড করে। পরবর্তীতে আমার স্বামীর ডায়াবেটিক্স ও কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয় এবং একই সাথে অবস্থার মারাত্নক ভাবে অবনতি হওয়ায় পঙ্গু হাসপাতালে কিডনী ডায়ালসিসের ব্যবস্থা না থাকায় আমার স্বামীর উন্নত চিকিৎসার জন্য ০৯/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে পপুলার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল লিমিটেড ধানমন্ডি ঢাকাতে ভর্তি করা হয়। পপুলার হাসপাতাল লিমিটেড, ধানমন্ডি ঢাকাতে আই,সি,ইউ তে আমার স্বামী চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার ডান পায়ের ক্ষতস্থানে পচন ধরলে চিকিৎসকরা তার ডান পায়ে পরপর দুবার অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে হাটুর উপর থেকে কেটে ফেলে এবং একই সাথে কিডনী ডায়ালাইসিস চিকিৎসা অব্যাহত থাকে। পপুলার হাসপাতালে আমার স্বামীর চিকিৎসা বাবদ প্রায় ১০,২২,৬০০/=টাকা খরচ হয় (বিলের কপি সংযুক্ত)। উক্ত টাকা আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহন করে যোগাড় করি। পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আমার স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাকে ১৭/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আই,সি,ইউতে ভর্তি করি। আমার স্বামী সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় গত ১০/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমার স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় ২,৯২,১৩১/=টাকা (বিলের কপি সংযুক্ত)।

আমার স্বামীর ছোট একটা মেডিসিনের দোকান ছিল। এছাড়া আমার স্বামীর কোন স্থায়ী সম্পত্তি নাই। আমার ০২টি ছেলে সন্তান আছে। বড় ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ছোট ছেলে ৬ষ্ট শ্রেনীতে অধ্যায়নরত । আমার স্বামীর মৃত্যুরপর আমার সন্তানদের লেখা পড়ার খরচ ও সংসার চালানোর দায়িত্ব আমার উপরে বর্তায়। আমার স্বামীর চিকিৎসা করতে যেয়ে বর্তমানে আমি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋন গ্রস্থ। আমার স্বামীর বা আমার নিজের এমন কোন স্থায়ী সম্পদ নেই যা বিক্রি করে আমি উক্ত ঋন পরিশোধ করবো। ইতোমধ্যে ঋনদাতা গন ঋন পরিশোধের তাগিদ দিচ্ছে। এছাড়া আমি চাকুরী করা অবস্থায় গৃহ নির্মানের জন্য ব্যাংক থেকে গৃহ নির্মান ঋন গ্রহন করি যার কিস্তি প্রতিমাসে আমার বেতন থেকে কেটে নেওয়ার পর যত সামান্য টাকা আমি বেতন পাই যা দিয়ে আমার সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় বহন করে আমার সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিধায় বিচার বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে মহোদয়ের মাধ্যমে সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীগণের নিকট সদয় আর্থিক সাহায্যের আবেদন করছি।

অতএব, হুজুর সমীপে বিনীত আরজ, আমার আর্থিক অবস্থা ও ঋনের পরিমান বিবেচনা করত মানবিক কারণে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীগণের নিকট হতে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

তারিখ ঃ ২৯/০৯/২০২৫ খ্রি.।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা
(মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা)

আর্থিক সাহার্য পাঠানোর ঠিকানাঃ
মোছাঃ উম্মে আসমা সুলতানা
সঞ্চয়ী হিসাব নং-৩১১২০০১০০০১৩৩
রাউটিং নং-২০০১৮০০৮৩